কেঁচোদের ঘর সংসার

গৌতম ভট্টাচার্য্য

কেঁচোরা জীবজগতে একটি আশ্চর্যকর প্রানী। হাজার হাজার বছর ধরে এরা পৃথিবীর মাটি খাচ্ছে এবং নতুনভাবে তৈরী করে যাচ্ছে। এছাড়া এমন কিছু কেঁচো আছে যারা জৈবিক আবর্জ্জনাকে খেয়ে উর্বর কম্পোষ্ট সার তৈরি করছে। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে কেঁচোরা কৃষকের বন্ধু।

বিজ্ঞানী ডারউইন কেঁচো নিয়ে অনেক গবেষনা করেছেন। পরবর্তী কালে আরোও অনেক বিজ্ঞানী কেঁচো নিয়ে গবেষনা করেন এবং এই প্রানীটির ব্যাপারে অনেক তথ্য আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। কেঁচোরা কিভাবে বাচ্চার জন্ম দেয় এই ব্যাপারটি অনেকেরই জানা নেই, কাজেই তা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে যাচ্ছি, কেঁচোরা উভয়লিঙ্গ প্রাণী এবং এরা সাধারনতঃ যৌন জনন কর। যৌন জননের করার সময় এরা শুক্রানু বিনিময় করে ; এই শুক্রানু কতগুলি থলির মধ্যে জমা থাকে এবং নিষেক হওয়ার সময় ঐ শুক্রানুগুলি নিজেদের ডিম্বানুর সাথে মিলন ঘটায়। যৌন জননের সময় এদের দেহে থেকে প্রচুর শ্লেষ্মা বের হয় একটি রিং আকৃতির গঠন তৈরি করে।এই রিং এর গঠনের ভিতর নিষেক প্রক্রিয়া ঘটে এবং ভ্রূণ এর সৃষ্টি হয় ; নরম রিং বাতাসের স্পর্শে একটি পুতির দানার মতো গঠন করে এবং এর নাম কোকুন। কোকুনগুলি বিভিন্ন রং এর এবং বিভিন্ন আকারের হতে পারে। কোকুনের ভিতর বাচ্চা কেঁচোরা যখন ৩-৪ মিমি. আয়তন হয় তখন এরা কোকুনের একটি বিশেষ অঞ্চল ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাচ্চা কেঁচোদের প্রতি মা এবং বাবা কেঁচোদের কোনো লালন পালনের দায়িত্ব থাকে না। এরা নিজেরাই মাটি খেয়ে বড়ো হতে থাকে।

আমাদের জীবকূল বড়োই বৈচিত্রময়। আশ্চর্য হবার জিনিসের অভাব নেই। তাই জীবজগৎ এর প্রতিটি একক সত্ত্বাকে সম্মান করা শিখতে হবে। কারন আমাদের জীবন সঞ্চালন তাদেরই দান।।